পুরুলিয়ার গ্রামীণ সংস্কৃতি ঃ -লাকমানত

দয়াময় মন্ডল [1*]

[1*] অধ্যাপক, **বাংলা বিভাগ, সিদ্ধো কানহো বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়,** পুরুলিয়া

মানব জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সংস্কৃতি।মানু-ষর আদিম জীবনধারায় -লাকসংস্কৃতির উদ্ভব। অরণ্য-কন্দ্রিক জীবনধারার স্ত-র মানুষ প্রকৃতির দ্বারা অ-নক সময় নিয়ন্ত্রিত হ-তন। বিশেষ করে খাদ্য, বাসস্থান, আসবাবপত্র, পোষাক-আসাক, সংস্কার-বিশ্বাস সবই -যন প্রকৃতি নির্ভর এবং প্রকৃতিই যেন নিয়ন্ত্রা শক্তির ভূমিকা পালন করে। এ হলঅরণ্যকেন্দ্রিক মানু-ষর জীবনধারার সংস্কৃতি।যা আদিমতার গ-ন্ধ ভরপুর। ধী-র ধী-র মানুষ নি-জ-দর প্র-য়াজ-ন পশুপালন এবং বনাঞ্চলের গাছ-পালা -ক-ট কৃষিজমি তৈরী ক-র চাষবা-সর কাজ শুরু করার মধ্য দি-য় গ্রামীণ সংস্কৃতির উদ্ভবঘটি-য়-ছন। হাজার হাজার বছর ধ-র সমাজ বিবর্ত-নর ধারায় গ্রামীণ সংস্কৃতি-ত এ-স-ছ বৈচিত্র্য। গ্রামীণ সংস্কৃতির অঙ্গনে এখন বিজ্ঞান চিন্তা চেতনার প্রসার ঘটেছে। যার ফলে লোকায়ত সংস্কৃতির জগতে এসেছে কত বৈচিত্র্যও বৈষিষ্ট্য। -যমন-

ক) লোকসঙ্গীতের জগতে

খ) -লাকনৃ-ত্যর জগ-ত

গ) খাদ্যাভা-সরব্যবহা-র

ঘ) আসবাবপত্র ব্যবহারে

ঙ) সাজ -পাষাক ও অলংকার ব্যবহা-র

চ) লোকপ্রযুক্তির ব্যবহা-র

ছ) লোকঔষধ ও লোকচিকিৎসারক্ষেত্রে

মানুষের মনের সংস্কারের জগতেও বিজ্ঞান চিন্তা--চতনার প্রসার ঘ-ট-ছ। কিন্তু আশ্চ-র্যর বিষয় একবিংশ শত-কও -লাকায়াত জীব-ন নর-নারীরা সামাজিক জীবন ধারায় পুণ্য লা-ভর আশায়, -কা-না কিছু পাওয়ার আশায় বা সাফ-ল্যর চিন্তায় কিম্বা -রাগ ব্যাধি নিরাম-য়র কামনায় -দবতার কা-ছ মানত রা-খন, পু-জা -দন। '-লাকমানত' গ্রামীণ -লাকজীব-নর সংস্কার। যা ঐতিহ্য পরম্পরা চ-ল আস-ছ। -লাকঐতি-হ্যর নিরি-খ চ-ল আসা সংস্কার ও প্রথাগুলি লোকজীবনচর্চার অঙ্গ হয়ে উঠেছে। পুরুলিয়া জেলার লোকজীবনে এই রকমই এক ঐতিহ্য পরম্পরা চ-ল আসা সংস্কার হল -লাকমানত। -লাকমানত -য -লাকবিশ্বাসতা -লাকসমা-জর বিশ্বাস ধারা ম-ধ্যই নিহিত আ-ছ। কারণ 'মানত রাখা' -লাকসমা-জরএই-লাকবিশ্বাস যুগ যুগ ধ-র চ-ল আস-ছ। একবিংশ শত-কও -লাকসমা-জ 'মানত' রাখার প্রবনতা -চা-খ প-ড়। এর কারণ হি-স-ব উ-ল্লখ করা -য-ত পা-র-

(ক) ঐতিহ্য পরম্পরা সংস্কার রীতি বিশ্বাস -ম-ন চলার প্রবণতা -থ-ক।

(খ) আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়া ওফলপ্রাপ্তির আশায়।

গ্রামীণ সংস্কৃতির সূচনাল-গ্নই 'মানত রাখা' সংস্কা-রর চলন আদিবাসী ও তফসিলি সমা-জ প্রচলন ছিল। কারণ গ্রা-ম গ্রা-ম -লাক-দবতার থা-ন পশু-পাখি মানত -র-খ বলি -দওয়ার প্রথা আ-ছ।ঐতিহ্য পরম্পরা এ-দর সমা-জ এখনওএই রীতি (মানত)চ-ল আস-ছ। জা-হর থা-ন, গরাম থা-ন এখনও আদিবাসী সমা-জর নর-নারীরা সন্তানের মঙ্গল কামনায় মানত রা-খন। অ-নক সময় -দবতার থা-ন -জাড়া মাটির -ঘাড়া -দন। তফসিলি সমা-জর নর-নারীরাও সন্তানের মঙ্গল কামনায় গরাম থানে ভৈরব থানে, মনসা থানে, শিব থানে মানত রা-খন। -দবস্থা-ন পু-জা দি-য় মানত রা-খন। কখনও -জাড়া হাতি, -ঘাড়া কিম্বা নতুন বস্ত্র মানত রেখে পরিবারে মঙ্গল কামনা প্রার্থনা করেন। অনেক সময় রোগ ব্যাধির হাত থেকে -রহাই -প-ত হ-ল -দবস্থা-ন ধর্না প-ড় মানত রা-খন। তফসিলি বাউরি, বাগদি, -ডাম, রজক, রা-জায়াড়, শুঁড়ি প্রভৃতি সম্প্রদা-য়র নর-নারীরা ধ-র্মর থা-ন (ধর্ম ঠাকু-রর থা-ন) মানত -র-খ পু-জা -দওয়ার সময় -জাড়া -ঘাড়া -দয়। মুসলিম সমা-জর নর-নারীরাও পরিবারের মঙ্গলকামনায় পীরতলায় বা পীরের থানে জোড়া ঘোড়া মানত রাখেন। মনের ইচ্ছা পূর্ণ হ-ল -জাড়া -ঘাড়াএবং সিন্নি -দন। উরু সীমান্ত বাংলার পুরুলিয়ার -ভৌ-গালিক ভূ-খ-ন্ডর -লাকসমা-জর ম-ধ্যই'মানত রাখা'র প্রচলন আ-ছ এমন নয়- সারা বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির অঙ্গনে লোকজীবনের জীবন ধারায় 'মানত রাখা'র রীতি চোখে পড়ে। এ বিষয়ে লোকসংস্কৃতি গবেষক ধনঞ্জয় রায়এর বক্তব্য স্মরণ করবো -

''উত্তরবঙ্গের গ্রামে গ্রামে পোড়ামাটির তৈরী ঘোড়া ও হাতি দিয়ে দেবদেবীর পূজা দেবার প্রচলন র-য়-ছ। -পাড়া মাটির -ঘাড়া দি-য় পীর-ক শ্রদ্ধা জানা-না হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অন্যতম মাধ্যম। তাই এই ঘোড়াকে বলা হয় মানতের ঘোড়া।'' (উত্তরবঙ্গের -লাকজীবন চর্যা / বই-মলা-২রা -ফ্রুয়ারী- ২০১৫, পৃষ্ঠা নং-২৪)

-জলার গ্রামীন সংস্কৃতির আঙিনায় -লাকসমাজ 'মানত রাখা' -ক 'মানসিক রাখা' ব-ল থাকেন।আমাদের বাড়িতে (গুনিয়াড়া - -নতুড়িয়া ব্লক) আদরি পিসির মু-খ মানসিক রাখার কথাটা শু-নছিলাম। মা-য়র কা-ছ শু-নছিলাম 'মানত রাখা'। ম-নর ইচ্ছা বা সাফাল্য কামনা পূর্ন হ-ল -দনস্থা-নমানত পরি-শাধকর-ত হয়। বংশ পরম্পরা ঐতিহ্য -ম-নই মানত রাখার সংস্কারটি -লাকসমা-জ -চা-খ প-ড়। গ্রা-ম গ্রা-ম গ্রাম-দবতা বা গরাম-দবতা বিরাজ ক-রন। -কাথাও বা আ-ছন শিব, মনসা, ধর্ম, সিনি -দবতার থান,। আদিবাসী গ্রা-ম গ্রা-ম গরাম থান, জাহের থান, বঙ্গা থান (সিংবঙ্গা, জলবঙ্গা, পাহাড়বঙ্গা) আছে। আজও লোকায়ত জীবনে নর-নারীরা পরিবারের মঙ্গল কামনায় মানত রাখেন। মানত রেখেই দেবতার থানে পুজো -দন। একবার আমি বি-য়র বাড়ির অনুষ্ঠা-ন হাজির ছিলাম হুড়া থঅনার কলাবনী গ্রা-ম। বি-য়র দিন সন্ধ্যায় 'জলসাওয়ার' অনুষ্ঠা-ন উপস্থিত ছিলাম। -দখলাম -ম-য়রা জলসাই-ত চ-ল-ছ গ্রা-মর এক প্রা-ন্ত এক বড় পুকু-ররদি-ক।পুকু-রর ধা-রই র-য়-ছ এক বট গাছ।

সকলেই বট গাছের তলে দাঁড়ালেন। পাত্রীর মা বটগাছের চারপাশে ঘুরে ঘুরে হলুদ সুতো বাঁধ-লন। তিন বার ঘুর-লন। তার পর পু-জা দি-লন। আমি দাঁড়ি-য় সব -দখলাম। পু-জা দেওয়ার রীতি দেখে কৌতূহল সংবরণ করতে না পেরে অমনি জিজ্ঞাসা করলাম (পাত্রীর মা-ক)। আমার কথা -শষ না হ-তই অমনি গড় গড় ক-র বল-লন- ''-ম-য়র মানত ছিল বাবা। বি-য়র আ-গ আমা-দর মানত পরি-শাধ করা চাই। তিন বার ঘু-র ঘু-র বট -দবীর থা-ন মালা দিলাম। তারপর পু-জা দিলাম। মানত না দি-ল বি-য় -দওয়া যায় না। বি-য়র আ-গ মানত পরি-শাধ করা আমা-দর ঘ-রর রীতি।'' আমি কথাটা শু-ন বুঝ-ত পারলাম 'মানত রাখা' ঐতিহ্য পরম্পরা। পূর্ব পুরুষ-দর কা-ছ -থ-ক এরা -যমন শু-ন-ছন, -যমন শি-খ-ছন তা -যন সংস্কার ঐতি-হ্য লালন ক-র চ-ল-ছন।

পুরুলিয়া -লাকায়ত সমাজজীব-ন এখনও নর-নারীরা বট, অশ্বত্থ, আম, আখড়া, করম, নিম, শ্যাওড়া ইত্যাদি গা-ছর শাখা-প্রশাখায় কাপ-ড়র ন্যাকড়া বা ফুল কিম্বা পাথর টুক-রা -বঁ-ধ মানত রা-খন। -কউ বা নার-কল কিম্বা ডাব -বঁ-ধ মানত রা-খন। এখনও এখানকার নর-নারীরা এই বিশ্বাস ম-ন প্রা-ণ -ম-ন চ-ল-ছন। -লাক-দবতার থা-ন শালপাতা বা মহুল পাতা কিম্বা লাল শালু বা রঙিন কাপ-ড়র টুক-রা-ত পাথর -বঁ-ধ মানত রা-খন। -কা-না কিছু কামনা ক-র এই মানত রা-খন। ভা-বন মনস্কামনা পূর্ণ হ-ব। পুরুলিয়ার বিখ্যাত -লাক-মলা হল খেলাই চন্ডীর মেলা। পৌষসংক্রান্তির দিনে চন্ডীদেবীর পুজো উপলক্ষে মেলা বসে। এলাকার মানুষ -রাগ-ব্যাধি, মাড়ি-মড়-কর হাত -থ-ক -রহায় -প-ত চন্ডী-দবীর থা-ন মানত রা-খন। বাড়ির বউ-বউঝিরা স্বামী-সন্তানের মঙ্গল কামনায় মানত রা-খন। অ-ন-ক চন্ডী -মলায় -দবী চন্ডীর থা-ন মানত -র-খ পু-জা দি-ত আ-সন। যদি -রাধ ব্যাধি দূর হয় কিম্বা মনস্কামনা পূর্ণ হয় তাহ-ল প-রর বছ-র মানত পরি-শাধ কর-ত আ-সন। পুকু-রর ধা-র মাটি -ফ-ল মানত পরি-শাধ ক-র। -কউ বা -ভা-র পুকু-র স্নান ক-র চন্ডীথা-ন দন্ডী -দন, -কউ বা পায়রা উড়ি-য় মানত পরি-শাধ ক-রন।

সীমান্ত বাঙলার এই বৃহৎ (পুরুলিয়া) -ভৌ-গী-লাক ভূ-খ-ন্ডর -লাকায়ত সমাজ জীব-ন এখনও -লাকমানত সংস্কার-বিশ্বাস ধারা বংশ পরম্পরা প্রচলিত। এই -লাকমানত রাখার মধ্য দি-য় এখানকার নর-নারী-দর ঐতি-হ্যর ইতিহা-স আদিম সংস্কা-রর গন্ধ অনুভব করা যায়। যা জন-গাষ্ঠীর আদিম জীবন ধারার এ এক পরিচিতি। যা নদীর -স্রা-তর মতই বহমান।

তথ্যসূত্র ঃ-

১. আশু-তাষ ভট্টাচার্যঃ বাংলার -লাকসাহিত্য (প্রথম খন্ড) এ মুখার্জী এন্ড -কাম্পানি প্রাই-ভট লিমি-টড, কলকাতা, ২০০৪

২. ড. বরুণকুমার চক্রবর্তীঃ -লাক-বিশ্বাস ও -লাক-সংস্কার পুস্তক বিপণি, ২৭ -বনিয়া-টালা -লন, কলকাতা- ৯, চতুর্থ সংস্করণ-২০০৩